প্রশ্ন 1. ভারতের সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করো।

উত্তর

ভারতের সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়গুলির সম্বন্ধে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

প্রথম অধিবেশন : ১৯৪৬ সালের ৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। মুসলিম লিগের সদস্যরা এই অধিবেশনে যোগ দেননি। এই অধিবেশনে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের প্রথম স্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র বলে উল্লেখ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন : গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯৪৭ সালের ২১ জানুয়ারি শুরু হয় এবং ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনে গণপরিষদের সহসভাপতি হিসেবে হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে নির্বাচন করা হয়।

তৃতীয় অধিবেশন : গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশন ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত চলে। এই অধিবেশনে যে কয়টি কমিটি গঠিত হয় তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি হল ① কেন্দ্রীয় সংবিধান সম্পর্কিত কমিটি এবং ② প্রাদেশিক সংবিধান সম্পর্কিত কমিটি।

চতুর্থ অধিবেশন : ১৯৪৭ সালের ১৪ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা স্থির করা হয়।

ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় পদে যোগ দেওয়ার পর ভারত বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে।

পঞ্চম অধিবেশন : পঞ্চম অধিবেশনের সময় থেকে ভারতীয় গণপরিষদ স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদের মর্যাদা অর্জন করে। পঞ্চম অধিবেশন থেকে গণপরিষদ সংবিধান রচনা ছাড়াও দেশের আইনসভা হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পঞ্চম অধিবেশন ১৯৪৭ সালের ১৪ থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনের শুরুতে মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে গণপরিষদের প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন জি. ভি. মভলংকর। একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য এই অধিবেশনে খসড়া কমিটি গঠন করা হয়। ড. বি. আর. আম্বেদকর এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে. এম. মুন্সী, সৈয়দ মহম্মদ শাহেদুল্লাহ, বি. এল. মিত্র এবং ডি. পি. খৈতান। পরে ডি. পি. খৈতান ও বি. এল. মিত্র-র জায়গায় টি. টি. কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও এন. মাধবরাও নির্বাচিত হন।

খসড়া কমিটি : খসড়া কমিটি ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান রচনার কাজ আরম্ভ করে। পরিশেষে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়।

প্রশ্ন 2. গণপরিষদের গঠন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে টীকা লেখো। (১২৫)

উত্তর

১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে ভারতীয় গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সেই নীতিগুলি হল ① ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা; ② গণপরিষদের সমস্ত আসন সাধারণ (মুসলমান ও শিখ ছাড়া অন্য সব সম্প্রদায়) মুসলমান ও শিখ—এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা; ③ প্রাদেশিক আইনসভার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; ④ দেশীয় রাজ্যগুলির লোকসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী গণপরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ৩৮৯ স্থির করা হয়। ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি থেকে ২৯২ জন সদস্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে মুসলমানদের জন্য ৭৮টি, শিখদের জন্য ৪টি এবং সাধারণের অর্থাৎ মুসলমান ও শিখ ছাড়া অন্য সব সম্প্রদায়ের জন্য ২১০টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়।

এ ছাড়া অনধিক ৯৩ জন সদস্য দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে এবং ৪ জন সদস্য চিফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশগুলি থেকে নেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চিফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশগুলির চারটি আসনসমেত ব্রিটিশ ভারত থেকে মোট ২৯৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দলগত বিচারে গণপরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস ৬৯ শতাংশ আসন লাভের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। আবার, ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লিগ প্রতিনিধিরা ভারতীয় গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করলে কার্যত গণপরিষদে কংগ্রেসের প্রাধান্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গণপরিষদের গঠন গণতান্ত্রিক প্রকৃতির ছিল না।

▶ গণপরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি খসড়া সংবিধান রচনা করা, যা সামাজিক বিপ্লবের চরম লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। পণ্ডিত নেহরুর মতে, গণপরিষদের প্রধান কাজ হবে একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতবর্ষের ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন মানুষের জন্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিটি ভারতবাসীর আত্মবিকাশের জন্য সর্বাধিক সুযোগের ব্যবস্থা করা। সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করেন, গণপরিষদের লক্ষ্য হবে দেশের সাধারণ নাগরিকদের দুঃখ-দারিদ্র্যের পরিসমাপ্তি ঘটানো, বৈষম্য ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে সুষ্ঠু জীবনযাত্রার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন 10. গণপরিষদের গণচরিত্র বিশ্লেষণ করো। এই পরিষদ কি গণতান্ত্রিক প্রকৃতির ছিল? (5)

উত্তর

▶ ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে ভারতীয় গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সেই নীতিগুলি হল ① ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী গণপরিষদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা; ② গণপরিষদের সমস্ত আসন সাধারণ, মুসলমান এবং শিখ—এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বিভক্ত করা; ③ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; ④ লোকসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

গণপরিষদের সব থেকে বড়ো ত্রুটি ছিল গণচরিত্রের ঘাটতি। দামোদরস্বরূপ শেঠের প্রস্তাব ছিল যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ নির্বাচিত হয়নি তাই এতে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। এই কারণে তিনি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন একটি নির্বাচিত গণপরিষদ গঠনের জন্য দাবি জানান। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে জনগণের শতকরা মাত্র ১৪ ভাগকে নিয়ে পরোক্ষ নির্বাচনে গঠিত এই গণপরিষদ কখনোই দেশের সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। গণপরিষদে সমাজের উচ্চবিত্ত ও সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব সব থেকে বেশি ছিল বলে অনেকে মনে করেন; এর ফলে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা এখানে কোনো মর্যাদা পায়নি। সংবিধানটিকে যাচাই করার জন্য কোনো গণভোটের উদ্যোগ না গ্রহণ করায় একে অনেকে জনগণের সংবিধান বলতে চান না। কে. ভি. রাও তাঁর *Parliamentary Democracy of India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেন, 'As it is, the term 'We the people of India' in the preamble is high sounding but empty; the people were neither directly nor indirectly connected with the framing of the Constitution either at the beginning or at the end.' বস্তুত, ভারতীয় গণপরিষদ প্রকৃতই একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা কখনোই ছিল না।

প্রশ্ন 11. 'গণপরিষদ ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ছিল ভারত'—গ্রেনভিল অস্টিন। এই উক্তিটির তাৎপর্য কী? *অথবা,* গণপরিষদ গঠন এবং সংবিধান রচনায় যাঁদের প্রধান ভূমিকা ছিল তাঁদের গ্রেনভিল অস্টিন 'কংগ্রেস অলিগার্কি' বলেছেন কেন?

উত্তর

১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ভারত বিভক্ত ও স্বাধীন হওয়ার ফলে ভারতীয় গণপরিষদ আইনগত দিক থেকে একটি সার্বভৌম পরিষদে পরিণত হয়। গণপরিষদে মুসলিম লিগের সদস্যসংখ্যা ছিল ৭৩, কিন্তু অবিভক্ত ভারতের বিভাজনের ফলে পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটায় মুসলিম লিগের সদস্যসংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৯। এর ফলে গণপরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৮২ ভাগ। এসময় গণপরিষদ বাস্তবে কংগ্রেস পরিষদে রূপান্তরিত হয়। এই কারণে গ্রেনভিল অস্টিন তাঁর *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation* গ্রন্থে লিখেছেন, 'গণপরিষদ ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ছিল ভারত'। তত্ত্বগতভাবে গণপরিষদ এবং তার খসড়া কমিটি সংবিধান রচনার কাজে মুখ্য ভূমিকা নিলেও বাস্তবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ছিল সর্বেসর্বা। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন খসড়া কমিটি তাকে অনুসরণ করে চলত। এভাবে সংবিধান রচনার কাজে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নির্দেশকে প্রাধান্য দেওয়া হত। গণপরিষদের গঠন ও সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আজাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সর্বব্যাপী প্রভাব সক্রিয় ছিল। সংবিধান বিশেষজ্ঞ গ্রেনভিল অস্টিন একে 'কংগ্রেস অলিগার্কি' বলে অভিহিত করেছেন। সরকার ও দলে এই নেতৃবৃন্দের নিরঙ্কুশ আধিপত্য গণপরিষদের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

(৩) ...

(ঘ) এ ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ৯৩ জন প্রতিনিধি পাঠানোর কথাও বলা হয়।

প্রশ্ন : ৫। গণপরিষদ বলতে কী বোঝো?

উত্তর। আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধান রচনার জন্য জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে না, অথচ সংবিধান রচনায় জনগণের উপস্থিতি ন্যায়সংগত বলে জনগণ তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে সংবিধান রচনার দায়িত্ব তাঁদের হাতে অর্পণ করে। অর্থাৎ, জনগণ যখন কিছু প্রতিনিধি নির্বাচন করে সংবিধান রচনার দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করে, তখন সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবর্গের সংস্থাটিকে সংবিধান পরিষদ বা গণপরিষদ বলে।

প্রশ্ন : ৬। কোন্ সংস্থা ভারতের সংবিধান রচনা করে?

উত্তর। ভারতের 'গণপরিষদ' বা 'সংবিধান পরিষদ' ভারতের সংবিধান রচনা করে।

প্রশ্ন : ৭। ভারতের সংবিধান কবে গৃহীত ও কার্যকর হয়?

উত্তর। ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হয়।

প্রশ্ন : ৮। ভারতীয় গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর। একটি খসড়া-সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট যে খসড়া কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি ছিলেন ড. বি. আর আম্বেদকর।

প্রশ্ন : ৯। গণপরিষদের খসড়া কমিটির কয়েকজন সদস্যের নাম করো।

উত্তর। খসড়া-সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে খসড়া কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন— কে. এম. মুনশি, ডি. পি. খৈতান, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, সৈয়দ মহম্মদ শাহেদুল্লাহ্ প্রমুখ।

প্রশ্ন : ১০। খসড়া-সংবিধানে কয়টি ধারা ও তপশিল ছিল?

উত্তর। গণপরিষদের কাছে খসড়া কমিটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ভারতের খসড়া সংবিধানটি পেশ করে। এই খসড়া সংবিধানের ধারা ছিল ৩১৫টি এবং তপশিল (schedule) ছিল ১৩টি।

প্রশ্ন : ১১। গণপরিষদের কাজ কী ছিল?

উত্তর। ভারতের গণপরিষদের কাজ ছিল স্বাধীন ভারতের জন্য একটি সংবিধান (Constitution) রচনা করা।

প্রশ্ন : ১২। ভারতীয় গণপরিষদ কবে একটি সার্বভৌম সংস্থায় পরিণত হয়?

উত্তর। ভারতীয় গণপরিষদ আইনগতভাবে একটি আইনরচনাকারী সার্বভৌম সংস্থায় পরিণত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট।

প্রশ্ন : ১৩। গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতির নাম করো।

উত্তর। গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।

প্রশ্ন : ১৪। "গণপরিষদ ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ছিল ভারত"— এ কথাটি কে বলেছেন?

উত্তর। এই কথাটি বলেছিলেন গ্রেনভিল অস্টিন।

প্রশ্ন : ১৫। গ্রেনভিল অস্টিন কেন বলেছেন, "গণপরিষদ ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ছিল ভারত?"

উত্তর। যেসব দেশে একটিমাত্র দলেরই প্রাধান্য থাকে, সেই দেশের গণপরিষদ প্রধানত একটি দলীয় সংস্থা হিসাবেই কাজ করে। ভারতেও গণপরিষদ বাহ্যিক দিক থেকে সরকার ও কংগ্রেস থেকে আলাদা থাকলেও মূলত অন্তরের দিক থেকে প্রত্যেকেই ছিল একসূত্রে বাঁধা। এই কারণে গ্রেনভিল অস্টিন বলেছিলেন, "গণপরিষদ ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ছিল ভারত।"

প্রশ্ন : ১৬। গণপরিষদের খসড়া কমিটির যে-কোনো দু-জন সদস্যের নাম করো।

উত্তর। গণপরিষদের খসড়া কমিটির দু-জন উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন—

(ক) আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং (খ) এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার।

প্রশ্ন : ১৭। গণপরিষদে কে "উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত প্রস্তাব" উত্থাপন করেন?

উত্তর। গণপরিষদে উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত প্রস্তাব (the objectives resolution) উত্থাপন করেন জওহরলাল নেহরু।

প্রশ্ন : ১৮। গণপরিষদের প্রথম সভা কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর। গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর।

প্রশ্ন : ১৯। "গণপরিষদ ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ছিল ভারত"—গ্রেনভিল অস্টিন। এই উক্তিটির তাৎপর্য কী?

উত্তর। গণপরিষদ রচনাকালীন সময়ে রাজনৈতিক দল হিসাবে কেবলমাত্র কংগ্রেসের প্রাধান্য ছিল বেশি। বাইরের দিক থেকে সরকার, গণপরিষদ ও কংগ্রেস— পরস্পর পৃথক হলেও, এই তিনের মধ্যে যোগসাজশ ছিল বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। তাই গ্রেনভিল অস্টিন বলেছিলেন, "গণপরিষদ ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ছিল ভারত।"

প্রশ্ন : ২০। ভারতের সংবিধান সভার একটি প্রধান লক্ষ্য চিহ্নিত করো।

উত্তর। ভারতে সামাজিক বিপ্লবের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সংবিধান রচনা করাই ছিল ভারতের সংবিধান সভার একটি প্রধান লক্ষ্য।

প্রশ্ন : ২১। কে, কত সালে গণপরিষদে "উদ্দেশ্য-সংবলিত প্রস্তাবসমূহ" উত্থাপন করেছিলেন?

উত্তর। জওহরলাল নেহরু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর গণপরিষদে সংবিধানের "উদ্দেশ্য-সংবলিত প্রস্তাবসমূহ" উত্থাপন করেছিলেন।